তারিখ 12 SEP 1989
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

148

ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষ সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'একটা ছোটখাট অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই ইদানীং কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কিংবা পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে যাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি কাজকর্ম বন্ধ রাখলেই বোধহয় সন্ত্রাস দূর হয়। আসলে সন্ত্রাসবাদী মহল কর্তৃপক্ষের এই 'বন্ধ' আর 'স্থগিত' পদক্ষেপকে প্রশাসনিক দুর্বলতা ভাবে মাত্র। তারা বন্ধের মধ্যে নিজেদেরকে গোপনে অধিকতর সন্ত্রাসোপযোগী করে তোলে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপে মেতে ওঠে। ফাঁকে পড়ে শুধু শুধু সেশানজট আরো খানিকটা যায় জটিয়ে। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হয় বিলম্বিত।

আমরা ১৯৮৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। এ বছরের ১৫ই জুন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা তিনবার পিছিয়েছে। যখন তখন 'বন্ধ' আর 'স্থগিত' ঘোষণাই তার কারণ। আমাদের এবারের পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর (মানবিক) ও ১৮ই অক্টোবর (বিজ্ঞান)। ক্যাম্পাসে বাজি-পটকা দু'একটা ফুটছে। আর এ কারণেই শোনা যাচ্ছে পরীক্ষা নাকি এবারও পিছাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এবার পরীক্ষা পিছালে আমাদের অনেকেরই আর পরীক্ষা দেয়ার মানসিকতা থাকবে না। তাই পরীক্ষাসহ যাবতীয় কাজকর্ম খোলা রেখে সন্ত্রাস প্রতিহত করার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা দরকার, তাই-ই গ্রহণ করুন। সেটাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্ত প্রশাসনের প্রমাণ। আমরাও এই অভিশপ্ত দীর্ঘ ঝুলন্ত জীবন থেকে পাব মুক্তি।

জগদীশ চন্দ্র সানা
তৃতীয়বর্ষ (সম্মান) পরীক্ষার্থী,
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।